হ্যারিয়েট বিচার স্টো

আঙ্কল টম্‌স্‌ কেবিন

অনুবাদ : ফখরুজ্জামান চৌধুরী

বাংলাপ্রকাশ
BANGLAPRAKASH

উৎসর্গ

মৃত্তিকা

জর্জ আর এলিজার কথা

ফেব্রুয়ারি মাসের এক শীতের রাতে কেন্টাকি রাজ্যের পি-শহরের এক সাজানো গোছানো বৈঠকখানায় বসে আলাপ করছিলেন দুই ভদ্রলোক। এদের মধ্যে একজন গাট্টাগোট্টা ধরনের, চেহারায় রুক্ষতা আর ঔদ্ধত্যের ছাপ। তার পরনে দামি আর ঝলমলে রঙিন পোশাক। ভদ্রলোকের শক্ত সুঠাম হাতের আঙুলগুলোতে অনেক কটা আংটি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি এই বাড়ির মালিক মি. জর্জ শেলবি, খুবই ভদ্রলোক। ঘরের আসবাবপত্র, সাজগোছ থেকে অনুমান করা যায় মি. শেলবির অবস্থা সচ্ছল। তারা দুজন জরুরি কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন।

মি. শেলবি তার সঙ্গীকে বললেন, টম খুবই সৎ মানুষ। আর পাঁচটা ক্রীতদাসের মতো সে মোটেই নয়। কথাটা বিশ্বাস করতে পার, হ্যালি।

টাকা-পয়সা দিয়ে ওর দাম মাপা যাবে না। খামারের সব কাজ সে করে রাখে ঘড়ির কাঁটা ধরে। ওর মতো সৎ আর বিশ্বাসী ক্রীতদাস আর একটাও দেখিনি। একবার তাকে ব্যবসার কাজে সিন্‌সিনাটিতে পাঠিয়েছিলাম। ওখানে সে পাঁচশ ডলার লাভ করল। টাকাটা নিয়ে সে সটকে পড়তে পারত। কিন্তু এখন আমার কপাল মন্দ! তোমার কাছে আমার দেনা আছে। উপায় নেই, তাই টমকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আশা করি টমকে দিয়ে আমার সব ঋণ শোধ হবে।

হ্যালি নামক লোকটা খুবই লোভী। সে বলল, সব নিগ্রোই একরকম। টমের সঙ্গে দিতে পারেন আপনার কাছে এমন কোনো ছেলেমেয়ে নেই?

মি. শেলবি বললেন, টমকে দিচ্ছি নেহাৎ বাধ্য হয়ে। এমন বিশ্বাসী ভৃত্য কেউ ছাড়ে না। আর তোমাকে দেব এমন কেউ আমার কাছে নেই।

ঠিক এমনি সময়ে কামরায় ঢুকল ফুটফুটে একটি নিগ্রো ছেলে। বাচ্চাটার বয়স চার-পাঁচ বছর হবে। তার মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। লাল রঙের শীতের পোশাকে খুব সুন্দর লাগছিল তাকে। ঘরে ঢুকে ছেলেটা বারকয়েক নাচ দেখাল, খেলা দেখাল। ছেলেটার নাম জিম ক্রো।

হ্যালির চোখে ধরল ছেলেটাকে। মি. শেলবিকে সে বলল, আপাতত এই ছেলেটা আমাকে দিন। তাহলে আপনার সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকল বছর পঁচিশের এক নিগ্রো মহিলা। জিমের মা এই মহিলা। নাম তার এলিজা!

মি. শেলবি তাড়াতাড়ি তাকে আর জিমকে ঘর থেকে সরিয়ে দিলেন।

হ্যালিকে মি. শেলবি বললেন, এতটুকু শিশু মাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। আর মা-ইবা বাচ্চা ছাড়া বাঁচবে কেমন করে?

পাষাণ-হৃদয় হ্যালি বলল, কোনো ছুতো করে মাকে কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে বাচ্চাটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

মি. শেলবি তখনই কোনো কথা দিলেন না। স্ত্রীর সঙ্গে তাকে আলাপ করতে হবে।

এলিজা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা শুনতে পারল মনিবের কাছে লোকটা কেন এসেছে।

মনিব-গিন্নিকে সে তার ভয়ের কথা বলল। মনিব-গিন্নি এলিজাকে জানালেন, কখনও এমনটা হবে না। দক্ষিণাঞ্চলের দাস-ব্যবসায়ীকে মি. শেলবি দেখতেই পারেন না। এলিজাকে ভরসা দিয়ে তিনি প্রতিদিনের মতো সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস শেলবি ছোটোবেলা থেকেই এলিজাকে কাছে রেখেছেন। নিজের মেয়ের মতো করে তাকে বড়ো করেছেন। বিয়ে দিয়েছেন জর্জ হ্যারিস নামে প্রতিভা-দীপ্ত এক তরুণের সঙ্গে। মনিব মি. হ্যারিস তাকে কাজ করতে দিয়েছিলেন থলে তৈরির কারখানায়। সেখানে সে আবিষ্কার করে বসল শণ বাছাই করার যন্ত্র। ফল হলো উলটো। নিগ্রো ক্রীতদাসের এমন প্রতিভা সহ্য হলো না মনিবের। তাকে কারখানা থেকে সরিয়ে আনা হলো খামারবাড়িতে। এটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ আইনের চোখে জর্জ মানুষ হলেও তার মনিব মি. হ্যারিসের কাছে সে মানুষ নয়, সম্পত্তিমাত্র।

খামারবাড়িতে আগাছা বাছাই করার বাজে ধরনের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হলো জর্জকে।

কারখানায় জর্জের সুখের দিনগুলো ফুরিয়ে গেল।

সপ্তাদুয়েক পর কারখানার মালিক জর্জকে ফিরিয়ে নিতে এলেন মি. হ্যারিসের কাছে। কিন্তু ফিরে গেলেন খালি হাতে। মি. হ্যারিস সাফসাফ বলে দিলেন, জর্জকে আর ভাড়ায় খাটাবেন না তিনি।

জর্জ বুঝতে পারল, সামনে তার জন্য অপেক্ষা করছে দুঃখের দিন।

সন্ধ্যায় জর্জ এল মি. শেলবির বাড়িতে। মিসেস শেলবি সান্ধ্যভ্রমণে বের হয়েছেন। বারান্দার এক কোণে মন খারাপ করে বসে আছে এলিজা। জর্জের স্ত্রী। জর্জের মন খুব খারাপ। এলিজাকে সে বলল, সবচেয়ে ভালো হতো যদি তাদের বিয়ে না হতো! আরও ভালো হতো হ্যারির জন্ম না হলে!

এলিজা বুঝতে পারে কারখানা থেকে সরিয়ে দেওয়ার কারণে জর্জ মনে খুব আঘাত পেয়েছে। শুধু তাই নয়, জর্জ তার মনিবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রক্ত-মাংসের শরীর বেশি দিন অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে পারে না। মুখ বুজে ভালো কাজ করে যাওয়ার পরেও প্রতি মুহূর্তে মনিব জর্জের উপর নির্যাতন চালায়। একদিন মনিবের ছেলে না

হোক তাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছে। এর প্রতিশোধ একদিন জর্জ নেবেই। সেদিন বুঝা যাবে কে লোকটাকে জর্জের মনিব বানিয়েছে! শুধু কি তাই? কার্লো নামের একটা কুকুরছানা ছিল জর্জের। রান্নাঘরে একদিন জর্জ তাকে মাংসের হাড় খেতে দিয়েছিল। আর এই অপরাধে কার্লোর গলায় পাথর বেঁধে তাকে পুকুরে ডুবিয়ে মারল মনিবের ছেলে।

জর্জ এলিজাকে বলল, আমার মনিব চান না আমি তোমার সঙ্গে দেখা করি কিংবা তোমার মনিবের মতো উদার-হৃদয় মানুষের বাড়িতে আসি। আমার মনিবের ইচ্ছে তার ক্রীতদাসী মিনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেন। তিনি চান মিনাকে নিয়ে আমি কুটিরে ঘর বাঁধি। এতে রাজি না হলে আমাকে তিনি দেশে বিক্রি করে দেবেন।

না না, এমন কথা আর বলো না। শিউরে উঠল এলিজা। সন্ধ্যায় তাদের সন্তান হ্যারিকে বিক্রি করার আশঙ্কার কথা এলিজা জর্জকে বলতে পারল না। বেচারার মন এমনিতেই খারাপ।

জর্জ বলল, এলিজা, এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি।

এলিজা জিগ্যেস করল, কোথায়?

কানাডায়। ওখানে গিয়ে তোমার মনিবের কাছ থেকে তোমাকে কিনে নেব, এলিজা।

বিপদের আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল এলিজার। বলল, জর্জ, যদি পালাতে গিয়ে ধরা পড়?

জর্জ বলল, ধরা আমি পড়ব না। হয় দাসের পায়ের শেকল ছিঁড়ে বের হয়ে যাব, নতুন-বা মরব। জীবিত অবস্থায় ওরা আমাকে কোনোদিন ধরতে পারবে না। তুমি শুধু আমার জন্য প্রার্থনা করো।

জর্জ বিদায় নিল এলিজার কাছ থেকে। স্বামী-স্ত্রী দুজনের চোখে পানি।

টমচাচার কুঁড়েঘরে এক সন্ধ্যা

মনিবের বাড়ির সামনে মাঠের এক প্রান্তে দাসদাসীদের জন্য আলাদা অংশে ছোট্ট কুটিরটা টমের। বাড়ির সামনে এক টুকরো জমিতে নানা জাতের বাহারি ফুল, ফল আর শকসবজির গাছ।

টমের স্ত্রী ক্লোয়ি সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে কুটিরের ভেতরটা। ঘরের ভেতর চৌকির নিচে মস আর পিট বছরখানেকের ছোটোভাইকে নিয়ে খেলছে। দেয়ালে জর্জ ওয়াশিংটনের বড়োসড়ো একটা ছবি ঝোলানো।

এই গল্পের নায়ক টম মি. শেলবির সবচেয়ে বিশ্বস্ত ক্রীতদাস। সবাই তাকে টমচাচা বলে ডাকে।

সন্ধ্যায় টম শ্লেটে লিখে লিখে বর্ণমালা শিখছে। তাকে পড়াচ্ছে বছর তেরো বয়সের এক কিশোর। টম আগামী দিনের মনিব—জর্জ শেলবি।

টমচাচার স্ত্রী ক্লোয়ি মি. শেলবির বাড়িতে রান্নার কাজ করে। চমৎকার কেক বানাতে পারে ক্লোয়ি।

জর্জ শেলবিকে গরম গরম কেক খেতে দিয়েছে ক্লোয়ি চাচি।

টমচাচার কুটির সেই সন্ধ্যায় চমৎকার আনন্দে মুখরিত ছিল।

আর তখন মনিবের বৈঠকখানায় ঘটে গেল সম্পূর্ণ উলটো এক ঘটনা।

দক্ষিণাঞ্চলের দাস-ব্যবসায়ী হ্যালি আর মি. শেলবি টেবিলের দুই পাশে বসে আছেন। টেবিলের উপর কাগজপত্র আর কালিকলম।

ঋণপত্রগুলো মি. শেলবি গুনে গুনে হ্যালির হাতে দিলেন। হ্যালি গুনে গুনে কাগজগুলো পকেটে রেখে বলল, ঠিক আছে। এবার এখানটায় সই করে দিন।

খুব তাড়াহুড়ো করে সই করে দিলেন মি. শেলবি। যেন খারাপ কাজটা তাড়াহুড়ো করে শেষ করলেই তিনি বাঁচেন।

হ্যালি উঠে পড়ল। বলল, কাজটা শেষ হলো!

ক্লান্ত মি. শেলবি বললেন, হ্যাঁ হলো। হ্যালি, আশা করি তুমি তোমার কথা রাখবে। টমকে কোথাও বিক্রি করার আগে খোঁজ নেবে লোকটা কেমন। বিশ্বাস করো, নেহাত দায়ে পড়েই টমকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছি।

হ্যালি বলল, টমকে বিক্রি করার সময় খোঁজখবর নেব, কথা দিলাম।

হ্যালি বিদায় নিয়ে গেল। একটা চুরুট ধরিয়ে চুপচাপ একাকী বসে রইলেন মি. শেলবি।

সেই দিন রাতে মি. শেলবি তাদের শোবার ঘরে ফিরে এলে মিসেস শেলবি জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা আর্থার, সকালে যে লোকটা এসেছিল সে বুঝি দাসদাসী বেচাকেনার কারবার করে?

মি. শেলবি অবাক হয়ে ভাবলেন, কথাটা কী করে টের পেলেন তার স্ত্রী এমিলি।

মিসেস শেলবি তখন জানালেন, বিকেলে এলিজা কাঁদতে কাঁদতে বলেছে তুমি নাকি দাস ব্যবসায়ী লোকটাকে কথা দিয়েছ যে এলিজার সন্তান হ্যারিকে তার কাছে বেঁচে দেবে। তবে আমি বলেছি, তুমি দাস বেচাকেনা করো না। আর এমন একটা অসভ্য লোকের সঙ্গে তো কোনো কাজ-কারবারই তুমি করবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মি. শেলবি বললেন, এতদিন আমিও তা-ই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু কিছুদিন ধরে ব্যবসার অবস্থা এত খারাপ যাচ্ছে যে দু-একজন দাস বিক্রি না করে কোনো উপায় দেখছি না।

তাই বলে ওই অসভ্য লোকটার কাছে? মিসেস শেলবি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন।

মি. শেলবি বললেন, এমিলি, বলতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, আমি টমকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছি।